বেণুকে

ভোমাকে

ইতিহাস

•

বিদেহী নটীর মত চাঁদ আর তারা
মেঘের ওড়না ফেলে মৃদু পায়ে এসে
মাটিতে যখন নামে, অনেক ইসারা
চোখে চোখে খেলা করে রঙিন নিমেষে।
তখন মানুষ যেন ঘুম থেকে জাগে
চাপা স্বরে কথা বলে বাসনার সাথে
আর যেন ভালবেসে গাঢ় অনুরাগে
আপনাকে ছেড়ে দেয় বাসনার হাতে।

তারপর রাত শেষে ভোর হয় ফের
পৃথিবীতে আলো আসে। চড়া সুরে দিন
মানুষের মনে মনে অতীতের জের
টেনে নিয়ে পথ চলে—সে পথ কঠিন।

বাসনারা কেঁদে মরে, মানুষেরা জানে
পৃথিবীতে বেঁচে থাকা, পৃথিবীতে বাস
কিছু দিন কিছু কাল। বেঁচে থাকা মানে
আকাশের ঘর ছেড়ে কদিন প্রবাস।

হয়তো ভাবে না তবু অনুভব করে
তাই তারা কাজ করে, হাসে কথা বলে,
ভালবাসে মেয়েদের।
মেয়ের জঠরে
আবার মানুষ আসে অবাক কৌশলে।

সময়ার্ত

যৌবন চটুল ভীষণ—এ কথা আমি শুনিয়াছি
কখনো থাকে না মানুষের দেহে খুব বেশী দিন
ত্বরিত চপল পায়ে চলে যায়। চুল কয় গাছি
ব্যথায় বাদামী হয় শুধু। যেন যৌবনের ঋণ
শোধ করে এই পৃথিবীর সব মানুষের দল,
প্রেমে বিশ্বাস হারায়। প্রিয়াকে তারা মনে করে
কেবল শিশুর জননী। শিশুরা পাপের ফসল
তাদের জন্ম হয় যৌবনের বিকারের জ্বরে।

তবু মানুষের মনে লোভ, মোহ, কাম সব থাকে
মেয়েদের দেহে চুরি করা চোখ কামনায় কাঁপে
অদৃষ্টকে গাল দেয় মনে মনে। অদৃষ্ট তাকে
বয়স দিয়েছে, নিষেধ দিয়েছে এক অভিশাপে।

রাত্রিমহাদেশ

রাত্রিকে মহাদেশ নির্জন আরেক পৃথিবী
মনে হয়, কোনদিন রাতে তারকার নিশ্বাসে
আঁধার জমাট হোলে মানুষের অবিষ্ট বীথি
খুঁজে পায়। পলাতক আশ্বাস মনে ফিরে আসে।

দিনে যা পায়নি, মহাদেশ রাতে মানুষেরা ভাবে
পেয়েছে সবাই সব সম্রাট তাহারা এখন.
প্রেয়সী নারীরা হৃদয় মেলেছে, তাদের স্বভাবে
কি স্বাদ লেগেছে, আহা অপরূপ রাত্রি যাপন।

আত্মার নির্যাসে সুরভিত এদেহ দেহের
গভীরে যে মন, চেতনায় যাহা বাঁধা পড়ে থাকে
সে মন মুক্ত তার সুকঠিন হাত থেকে ফের।

সে মন আকাশ হোলে মহাদেশে ছায়া মেলে
রাখে।

মৃত্যু

বিষণ্ণতা আর বিহ্বলতার একখানা বিবর্ণ চাদর
জড়িয়ে আছে দেহ মনে
মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেছি দীপ্তির দীনতায়।
প্রদীপ জ্বালিয়েছি
শিখাটা তার কাঁপছে
হয়তো অন্ধকারের পায়ের তলে লুটিয়ে পড়বার আকুতি
এবং পড়লোও সে।
একঘর বরফের মত অন্ধকার
আর ছুঁচ ফেলে শব্দ শোনার স্তব্ধতা।
মৃত্যু কি এমনি
বিষণ্ণ আর ম্লান
শান্তির ভূমিকায় অনড় স্থবিরত্ব ?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি

তোমার মৃত্যু হলো, কি দারিদ্র্যের হাত থেকে
মুক্তি হোল, এ কথা নিতান্তই অবান্তর,
তোমার যা কিছু ছিল এ পৃথিবীতে গিয়েছ রেখে
মানুষ যেখানে যায় মানুষের মৃত্যুর পর।

এবার তোমাকে নিয়ে অনেক নাটক সুরু হবে
যদিও জীবনে জানি পৃথিবীর এ রঙ্গালয়ে
সামান্য নটের যে সম্মান মেলে নাই, তবে
আজকে নায়ক তুমি শোকের মহৎ অভিনয়ে।

স্তুতিতে পাহাড় হোলে, পৃথিবীতে সমতল বুঝি
এক তিল থাকত না, আর কটা হিমালয় জানো
ফুরিয়ে ফেলত এই পৃথিবীর সাগরের পুঁজি
(কি ভাগ্য কথা দিয়ে পাহাড় হয়না একখানও।)

আজ থেকে যতদিন না কেউ এ পৃথিবীতে মরে
(অবশ্য নাম করা) ততদিন তুমিই নায়ক
সকলে তোমার কথা বলে, তোমার রচনা পড়ে
সভা হয়, স্তুতি হয়, কেঁদে কেঁদে চোখ মুছে শোক।

যদি মৃত্যুর পর মানুষেরা আকাশের ঘরে
ফিরে যায় ; তাহলে ত ও আকাশ থেকে
দেখতে তুমিই পাবে, মানুষেরা প্রলাপের জ্বরে
তোমাকে অনেক দিল, মরেই অনেক খ্যাতি পেলে।

ইতিহাসের ক্লাসে

ইতিহাস মনে হয় মরার্স কবর
সেখানে জীবন নেই মানুষেরা মরে
একান্তে শুয়ে আছ তাদের খবর
কি হবে, কি হবে বল এতদিন পরে।

তাদের যৌবন যদি পুঁথির পাতায়
বীর্যের বিক্রম তোলে অনায়াসে
শিশুর বুদ্ধিহীন সরল মাথায়
প্রবল কৌতুক দেখে মহাকাল হাসে।

দৃষ্টান্তে তাহারা অদূরে থাকুক
যে দৃষ্টান্ত কেহ কখনো মানে না।
অধ্যাপক গলায় রেওয়াজ রাখুক
তার হৃদয় যেহেতু ভুলতে জানে না।

ওর কাছ থেকে সখি উঠে এসো পাশে
মৃদুস্বরে কথা বলি, তুমি কিছু বলো
যদি ভালো না লাগে এ মরুভূমি ক্লাসে
বসন্ত কেবিন কি পার্কেই চলো।

দু'একটা কথা

শুধু ভয় বুকে নিয়ে চোখে নিয়ে রাতে
মানুষের ভোর হয়, দিন যায় তবে
সময় থাকে না কিছু মানুষের হাতে
বেঁচে থেকে তবে বল কি হবে, কি হবে।

কিছুই হবে না, গোপন ব্যাধির মত
ভয়েরা ছড়াবে আর কিছু দিন পরে
ছেলেদের মনে হবে বুড়োদের মত
কচিমন মরে যাবে ভাবনার জ্বরে।

দিন রাত্রির কবিতা

আজ অন্য দিন
রাতটাও আলাদা স্বপ্ন দেখবার মত নয়
দিন আর রাত্রি
পৃথিবী সৃষ্টির আদিকাল থেকে আসছে আজও তেমনি
উদয় আর অস্তের পথ বেয়ে
ফুল ফুটিয়ে আর ঝরিয়ে।

দিনে কাজ চলছে আজও
রাত্রির পাথেয় সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে
মধু যামিনী যাপনের আশায়।
রাত্রি তেমনি আসছে
আলোয় আর অন্ধকারে
পূর্ণিমা অমাবস্যার চক্রবৃত্তে
তেমনি রহস্যে।

আজ অন্য দিন
দিনে সঞ্চয় হয় না রাত্রির পাথেয়
ক্ষুধা ভবিষ্যতকে দেয় ভুলিয়ে
মাথার ঘাম পায়ে ফেল্‌লেও জোটে না অন্ন
—এক মুঠো ভাত। আধখানা রুটি।
দিন ফুরালে মনের মধ্যে উঁকি মারে না
কোন প্রিয় মুখের ছবি।

রাত্রি আজ আসে
মনে হয় হিংসাপরায়ণ বিধাতার অভিশাপ নিয়ে
(শয়তানের গায়ের রঙ কি কালো
ফিকে জোছনার মত
পূর্ণিমা চাঁদের মত ফিনিক ফোটা ?)

তারায় তারায় জ্বলে ক্ষুধার্ত চোখ
পাতার মর্মর, র‍্যাটেলের গতিশব্দ
বাতাস যেন পাহাড়ী সাপের নিশ্বাস
মানুষকে আকর্ষণ করে এখনো
যেমন করেছিল পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম দিনে।

দুটি কবিতা

(বেণু চক্রবর্তীকে)

যৌবন :

দিগন্তে মেশা আকাশ থেকে
গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে
অন্ধকার
ঘন গাঢ় অন্ধকার।

সে অন্ধকারের পাহাড় জমে উঠলো পৃথিবীতে

কয়লার খনিতে যেমন বিদ্যুৎ চমকায়
এ অন্ধকার, এ হতাশার রাজ্যে
আমার প্রত্যাশা চমকে উঠলো
হে সূর্য
তোমার প্রতিক্ষায়।

উত্তর যৌবন :

দুখানা হাত বাড়িয়ে দিলাম, তুলে ধরলাম
সে অন্ধকার আকাশের দিকে।
আমাকে দাও
আমার দুহাত ভরে দাও
তারার চোখের জল
তোমার গভীরতা—
হে অন্ধকার রাত্রির আকাশ
আমার দুহাতে শান্তি তুলে দাও।

কোন বন্ধুর মৃত্যুতে

ক্রূরতম শ্বাপদের নিঃশব্দ পায়ে অতিশয় ধীরে
নীরব মৃত্যু এসে, কথা বলল না—অনেক পুরানো
পৃথিবীর পরিচয়, দেহের কেন্দ্র আত্মাকে ঘিরে
মুছে দিল, ছিঁড়ে দিল। এই মুছে যাওয়া, ছিঁড়ে যাওয়া জানো
মৃত্যুই। ডাক্তার বিষণ্ণ মুখে পাশ থেকে উঠে
ওষুধের বাক্সটা হাতে তুলে নিয়ে চলে গেল নিচে,
গাড়ীর শব্দ তার নিঃশব্দ পাথরে মাথা কুটে কুটে
কেঁদে যেন বলে গেল এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা মিছে।

অসুখ বা জরা নয়; যৌবন তাহার হৃদয় শরীরে
নিশ্চিন্ত আরামে ছিল, এখনো তো শুয়ে আছে, তাকে
মারা গেছে কে বলবে, কে বলতে পারে, প্রাণ তার ফিরে
সেখানে গিয়েছে আজ, জন্মের আগে যেখানে সে থাকে।

বিজ্ঞান ব্যর্থ কি তবে? মানুষের যৌবন তবে কি
কিছুই নয়, মৃত্যুই কেবল সত্য, আর সব মেকি?

জন্মদিনে

(কল্যাণ বসুকে)

তোমার দু চোখ যেন শ্রবণা বিশাখা
অসীম আকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে
গভীর জিজ্ঞাসায় দীপ জ্বেলে রাখা
রাত্রি অন্ধকারে নীরব নির্নিখে।

তোমার যে প্রশ্নের সব উত্তর
প্রভাতেই মিলে যাবে—তুমি নিশ্চয়
জানো—আমিও তা জানি। তাই নেই ঝড়
চঞ্চলতা, শান্ত তোমার হৃদয়।

আমারো প্রশ্ন আছে, শুধু নেই জানো
বিশ্বাস—তোমার যা সম্পদ। তাই
অস্থির হোলো মন। হতাশা জ্বালানো
দু চোখে জমেছে কত বছরের ছাই।

তবুও তো তোমাকে দেখে জীবনের স্বাদ
খুঁজে পাই, মন যেন আশ্বাস রাখে
হয়তো তুমিই দেবে কোন সংবাদ
যা থেকে জানতে পারি এ পৃথিবীটাকে।

ক্ষণ বসন্ত

১

কোনদিন কোন আশ্চর্য সন্ধ্যায়
পারাওঠা আর্শীর মত আমার জীবনে
প্রতিবিম্ব পাই অস্ত সূর্যের।

ক্লান্ত দিনের পাথর ভেঙে
শিথিল পেশী, জুড়িয়ে যাওয়া নীল রক্তে
সেই সন্ধ্যায়
নীল সমুদ্রের জোয়ার আসে
নীল শিরা আর ধমনীতে।

আগুনের শিখার মত
আমার কামনায়
জেগে ওঠে তোমার মুখ
তারপর মিলিয়ে যায়
ধোঁয়ার মত
আর নীল রক্তে আসে মৃত্যুর স্থৈর্য।

একটি নিউরটিক কবিতা

তোমার কি বৃষ্টিভেজা রোদ্দুরের দিনে
মনে হয় পৃথিবীর কিছুই চিনিনে !
এত গান এত আলো
যে আকাশ দু হাতে ছড়ালো
কি আশ্চর্য ওখানেই কাল সারা দিন
নিরর্থক বেদনায় লীন
তারারাও ছিল আর কেঁদেছিল
ওখানে আকাশে ।
আজকের রোদে আর ঘাসে
গাছের পাতায়
হীরে চমৎকায় ।
কিছুই নয় কিছুই নয় জানো
আকাশ ও পৃথিবী সমস্ত পুরানো
নতুন এবং মনে হোক যতই অচেনা
পৃথিবীর বয়স তো কমছে না ।

স্বপ্নার জন্য

১

কেরাণীর ক্লান্তিতে, জানি স্বপ্না
তোমার মন্থর গতি দিন
শরীর সর্বস্ব আলিঙ্গন বিড়ম্বিত রাত্রি
শীতের পাতা-ঝরা রুক্ষ দীনতায়
তোমার প্রত্যহ উষর।
তাই মাঝে মাঝে ভাবি
কবে কোন বসন্তের আশ্চর্য সূর্যোদয়
তার নরম নরম রশ্মি
তোমার জন্যে আনবে
সুন্দর সকাল, প্রতীক্ষিত সন্ধ্যা, অপূর্ব রাত্রি।

পণ্যাঙ্গনা

যে মেয়েটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল
আমন্ত্রণের জাল বিছিয়ে
আর মাংসের মত কটাক্ষ ছুঁড়ে মারছিল
ক্ষুধার্ত পশু চোখের সামনে :

সে কি কোনদিন গুমরে ওঠে না
আত্মদানের বিদ্রোহে আর অসম্মানে ?

রজনীগন্ধা যখন হাওয়ায় কাঁপে
হয়তো তার কটাক্ষকীর্ণ চোখে
ঘনায় শ্রাবণ মেঘের স্তব্ধতা
অতৃপ্তির উত্তাপে বর্ষণের বাষ্পে রূপান্তর,
আর সে বাষ্পের উদ্বেলতায়
ব্রেসিয়ার-বুক আরও উত্তুঙ্গ হয়
তারপর সে বুক শূন্য কোরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

সে ফিরে আসে

তোমার কথা ভুলেই ছিলাম
ভেবেছিলাম মনে করব না তোমাকে
আমার বিনিদ্র একক রাতে
তোমার ছোট ছোট কথা। তোমাকে।

তবু সন্ধার আকাশের লাল,
সামনের দোকান থেকে, তোমাকে,
এক ঝলক বিদেশী ফুলের গন্ধ
মনে পড়িয়ে দিল তোমাকে। তোমাকে।

গল্প

আশী টাকা বেসিকের কেরাণী
সকাল থেকে সন্ধেটা
লেজারে অসংখ্য অঙ্কপাতে ক্ষয় কোরে
গভীর রাতে ঢুলে পড়া চোখে স্বপ্ন দেখে :

সচ্ছল জীবন
সুন্দরী প্রেয়সী
আকাশের তারারা উজ্জ্বল—

হঠাৎ দমকা কাশিতে তন্দ্রা টুটে যায়
বালিশের তলা হাতড়ে দেশলাই জ্বালে
পিকদানীতে কাশ থুথু ফেলে।

শুধু কাশ নয়, থুথু নয়
আর জীবনের পাত্র থেকে ছল্‌কে পড়া অনেকখানি।

একটি সাধারণ প্রার্থনা

সূর্যকে নিমন্ত্রণ হয়েছে ব্যর্থ
জ্যোৎস্না তুমিও কি বিমুখ হবে
ওদের পরিপূর্ণ আনন্দ দিয়ে
যদি ক্লান্ত না হও
খানিকক্ষণের জন্যে এসো
অনেক বড় বাড়ীর প্রচণ্ডতায়
প্রচ্ছন্ন আমার ছোট ঘরে
—সঙ্গে এনো এক ফালি স্বপ্ন।

যে স্বপ্ন শুধু রাতের জন্যে
প্রিয়ার জন্যে
ক্ষয়িষ্ণু যৌবনের জন্যে।
তারপর ভোর বেলায়
কৃষ্ণের বাঁশীর মত যখন সিটি বাজবে
মুখ না ধুয়ে বেরিয়ে পড়ব কারখানায়
প্রিয়া হবে গৃহিণী—
একা থাকবে ঘরে
শুনবে অজস্র পাওনাদারের হুমকি
তখন তুমি বিদায় নিও।

অথবা যদি ততক্ষণ না থাক
তোমার স্বপ্ন তোমায় ফিরিয়ে দেব
কিন্তু আজ তুমি এসো
সঙ্গে এনো আমার যৌবনের অনুকূল
এক ফালি স্বপ্ন

তোমাকে নিয়ে কবিতা

তোমাকে ভেবে
আবেগ ভরে
হাজার কথা
হৃদয়ে এসে
অকাশ নামে
বাতাসে ঝড় ওঠে
তোমার নামে
হাজার মাথা কোটে।

তোমার সুরে
ফাগুন জাগে
তোমার নামে
আষাঢ় আসে
আকুল হোয়ে
মাঘে ও আশ্বিনে
ব্যাকুল হোয়ে
বৈশাখে পথ চিনে

আমার দিন
আমার রাতে
আমার ঘরে
তোমাকে ভেবে
রাত্রি হোল
আকাশে সব তারা
প্রদীপ হোল
তারারা ঘুম হারা।

আমাকে নিয়ে
আমাকে তুমি
তোমাকে নিয়ে
জীবনে বুঝি
কবিতা লিখো
একথা বলো নাগো
কবিতা লেখা
আমার হোল নাগো।

কিছুই পেলে না

এই রুদ্দুরে এত পথ তবু তুমি ঘুরে এলে
অনেক কান্না ছড়ালে হৃদয় দুঃখে ভরালে
তবুও হে মন, কি পেলে ?   কি পেলে ?

কিছু পেলে না, বেদনা কেবল হৃদয়ে জড়ালে।

পাবে না জানতে
এতদুর গিয়ে, এতপথ হেঁটে
কিছু পেয়ে তুমি পারবে না দাগ টানতে
মানুষের মনে মনের শ্লেটে—
সময়ের হাতে যাহা মুছবে না
তোমার আগামী মৃত্যুর পর
অনাগত যারা, তারা ভুলবে না
এমন কিছু দু'চার অক্ষরে।

মৃত্যুর চেয়ে দ্রুত

অন্ধকারের কান্না দীর্ঘ রাত্রির অন্তরালে
অন্ধকারের কান্না, চাপা কান্নায়
আমার দিনের ঘণ্টা মিনিটে নিষ্ক্রিয় অতৃপ্তি।

আর আমি যখন ব্যাকুল হয়ে
তোমাকে পাবার জন্তে দু হাত বাড়িয়ে দিই
তখন কান্না, অন্ধকারের কান্না
আমাদের মাঝখানে মাথা তুলে দাঁড়ায়
প্রাচীরের মত।

তোমাকে না পাওয়ার ব্যর্থতা
আমাদের ব্যর্থতা
সেকি
দীর্ঘশ্বাসের অন্তঃপুরে জন্ম দেয় না
নতুন উগুম!

আমাদের দীর্ঘশ্বাস
মরিয়া আবেগে কি আছড়ে পড়ছে না
অন্ধকার কান্নার প্রাচীরে!

সে প্রাচীরের কি ক্ষয় হচ্ছে না!

সে কান্নার প্রাচীরের ক্ষয় হচ্ছে না
আমাদের প্রাত্যহিক মৃত্যুর চেয়ে দ্রুত,
মৃত্যুর চেয়েও অনিবার্য!

যে মেয়ে মারা গেছে

তির্যক রোদ ছাদ থেকে সরে সরে
জানলায় আসে, যেন উঁকি দেয় ঘরে
হাওয়ায় পর্দা কাঁপে শিহরণ লাগে
না চেনা মেয়ের অতি মৃদু অনুরাগে।
গ্রামোফোন বেজে চলে। রবীন্দ্র সুরে
কোন মেয়ে গান গায়।

আজকে দুপুরে
মনে হয় সে এসেছে দূর থেকে কাছে
আমার এ মনে তার ছোঁয়া রাখিয়াছে।

যদিও দেখিনি তাকে কথনও আমি
তনুর কি রঙ শ্যাম অথবা বাদামী—
রূপ তার জানি না সে অপরূপা মেয়ে
পৃথিবীর আর সব মেয়েদের চেয়ে।
ক'এক মিনিট কাটে।

ক'এক মিনিটে
(সময় উটের মত) সময়ের পিঠে
কাছের সে মেয়ে, মনে হোল, কতদূরে
অনায়াসে চলে গেল। মধুক্ষরা সুরে
তার গান আর কোনদিন শুনব না,
তাকে দেহে কবিতার জাল বুনব না
যে হেতু সে মারা গেছে।

পৃথিবীতে জানি
গান ছাড়া আর কোন আঁচড় রাখেনি।

কবি বন্ধুকে

যেন জ্যোৎস্না নয়
আকাশের অসংখ্য তারায়
রোগজীর্ণ হাসি।
বিবর্ণ পাণ্ডুর,
কান্নার চেয়ে অনেক করুণ।
        যেন
অসংখ্য ক্ষতচিহ্নে বন্ধুর স্বপ্নের ছায়াপথ।
        ওখানে
কল্পনার সপ্তাশ্ব বিলাস যাত্রায়
বাতাসের সচ্ছন্দ গতি পাবে না।
হোঁচট খাবে
ঠিক যেন মৃগয়া সাজ হবে হিংস্র জন্তুর আক্রমণে।
বন্ধু, প্রয়োজন নেই পৃথিবী ছাড়িয়ে ঊর্দ্ধগতির কাব্যে
শূন্যের নরম পথে।

বস্তুনিষ্ঠ পৃথিবী,
তোমার সঙ্গে সাধারণের ব্যবধান
যেন সাত সাগরের।
        যদি পারো
কঠিন গদ্যে আজ
        সেতু বন্ধন করো।
সেটা হবে সিঁড়ি তৈরী—
আকাশ আর পৃথিবীর প্যাসেজ
        আর সেজন্য অন্ততঃ
ভোর উপস্থিতি আশা করা যাবে
        আর একটু সকালে
কমন বাথরুম আর কলের
        অন্ধকার এক তলা ফ্ল্যাটে।